গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

১.	প্রকল্পের নাম	:	Sustainable Forests and Livelihoods (SUFAL) Project (টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প।		
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বন অধিদপ্তর		
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	দেশের ৮ টি বিভাগের (১৭ টি বন বিভাগ) ২৮ জেলা ।		
০৫।	**প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	:	**মোট টাকা**	**জিওবি**	**প্রকল্প সাহায্য**
(ক)	**মূল অনুমোদিতঃ**	t	১,৫০,২৭২.১৭	৩২৭২.১৭	১,৪৭,০০০.০০
(খ)	**সংশোধিত অনুমোদিত**	t	–	-	–
০৬।	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল**	t			
(ক)	**মূল অনুমোদিতঃ**	t	০১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৩		
(খ)	**সংশোধিত অনুমোদিত**	t		–	

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মূল উদ্দেশ্যঃ
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি। এতে-

(ক) সরকারি বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং

(খ) বনের উপর সরাসরি নির্ভরশীলতা হ্রাসসহ বনজ সম্পদ উজাড় রোধ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প জীবিকা সুবিধা প্রদান করা সম্ভবপর হবে। ফলে বনের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতিদরিদ্র- বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সহ সাধারণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

খ) সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ
- প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সহযোগীতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন;
- প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরীবিক্ষণ এবং রিপোর্টিং।

৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গাসমূহঃ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহ প্রকল্পের চারটি কম্পোনেন্ট এর আওতায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যা নিম্নরুপঃ

কম্পোনেন্ট-১ প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ

- প্রশাসনিক অপারেশনাল পদ্ধতির রিভিউ প্রতিবেদন বন অধিদপ্তরের অবকাঠামো পূর্নগঠন প্রস্তাব এবং বন মেনুয়াল
- বন ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (FMIS) প্রতিষ্ঠা;
- ৫১.০ লক্ষ বনজ/ফলজ চারা,৭.৫০ লক্ষ উন্নত পদ্ধতিতে উত্তোলিত চারা (টিস্যু কালচার) এবং ৫.০ লক্ষ চারা মডেল হিসাবে ৫টি উপজেলায় বিতরণ ও রোপনের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন;
- ২,০০০ নার্সারী মালিকদের উন্নত পদ্ধতিতে চারা উত্তলনের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১,১৫৯ জন বন কর্মকর্তার এবং কর্মচারীরেদরকে কোলাবরেটিভ (সহযোগীতামূলক) বন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষিত এলাকা (PA) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সর্ম্পকে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২টি আর্ন্তজাতিক কনভেনশন/ কর্মশালা বাংলাদেশে আয়োজনের সংস্থান রাখা হয়েছে;
- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মোটিভেশনের জন্য ব্যাপক আউটরিচ এবং বিভিন্ন দিবস পালনের কর্মসূচী রাখা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট-২ কোলাবরেটিভ বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন

- ৫২,৭২০ হেক্টর অবক্ষয়ীত এবং বৃক্ষ শূন্য পাহাড়ী ও সমতল বনভূমির (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এলাকার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বনাচ্ছাদন করা;
- ২৪,৮৮০ হেঃ নতুন জেগে ওঠা চরে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন;
- বন্যপ্রাণীর আবাস এবং খাদ্যের জন্য ২০ টি রক্ষিত এরাকার ২,৫০০ হেঃ বন্যপ্রাণীর আবাস এবং ১,৩৩০ হেঃ বন্যপ্রাণী চলাচলের পথে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধির জন্য উপযোগী পশুখাদ্যের বৃক্ষরোপণ;
- শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্র, গাজিপুর'কে কার্যকর করার লক্ষে ৮৭ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে বন্যপ্রানী বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষনের কর্মসূচি গ্রহন;
- প্রতিটি বন বাগান সৃজন লক্ষ্যমাত্রার কেন্দ্র/এলাকা/স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রনায়ন;
- ৫টি বনবিভাগের জন্য কোলাবরেটিভ বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন - চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ, কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ, এবং সিলেট বন বিভাগ।
- ৬টি রক্ষিত বনের রক্ষিত বনব্যস্থাপনা প্রণয়ন বন্যপ্রাণী এবং রক্ষিত বন-ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ;
- কোলাবরেটিভ বন ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া প্রণয়ন;
- নির্দিষ্ট কিছু রক্ষিত বনে ((PA) প্রতিবেশ সেবার মূল্য নির্ধারণ;
- ৮টি প্রজাতির বন্যপ্যাণী, যাদের টিকে থাকা ঝুকির সম্মুখীন, তাদের সংরক্ষণের কর্মসূচি গ্রহন;
- ৩২ টি সংরক্ষিত এলাকার বন্যপ্রানী এবং সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা;
- ঝুকিপূর্ণঅর্থাৎ যে সকল গাছপালা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের তালিকা প্রণয়ন (Red listing of Plants) অব্যাহত রাখা;
- নির্দিষ্ট কিছু রক্ষিত এলাকায় স্মাট প্যাট্রলিং এর কার্যক্রম গ্রহন।
- ৫টি রক্ষিত এলাকায় ইনভেসিভ এলিয়েন প্রজাতির নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রনয়ন;
- পাখি সুমারী এবং শিকারী পাখি (যেমন শকুন, চিল) সংরক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;
- সাইটিস এর সংযুক্তি -২ (CITES Appendix-ii) এ উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ন প্রজাতি সংরক্ষণের কৌশল প্রণয়ন;

- হাতি সংরক্ষন কার্যকরি পরিকল্পনা অনুসারে হাতির বিচরণ বসতি এবং চলাচলের সময় জনগনের সাথে সংঘাতের মাত্রা কমিয়ে আনার কার্যক্রম গ্রহন;
- ৯৩ টি (২৪,১২৬ বর্গমিটার) দপ্তর/ আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে এবং সম্প্রসারণ এবং মহাখালীর পুরাতন ভবনটির সংস্কার করা;

কম্পোনেন্ট-৩ প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠির বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি

- কোলাবরেটিভ (সহযোগীতামূলক) বন ব্যবস্থাপনা টেকসই করার লক্ষ্যে বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬০০টি গ্রামের ৪০,০০০ বন নির্ভর পরিবারের উন্নয়নের জন্য ২০.০ মিলিয়ন ডলার সংস্থান করা হয়েছে;
- ৬০০ গ্রামে কোলাবরেটিভ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে, এবং সরকারীভাবে নিবন্ধন হবে। কমিটিতে কাজের শ্রেণীভিত্তিক অনুযায়ী সাব কমিটি গঠন করা হবে; যেমন ক্রয় কমিটি, হিসাব রক্ষণ কমিটি, অডিট কমিটি মনিটরিং, এ সকল কমিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে;
- ৬০০ কমিটির জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা হবে যা কমিটি পরিকল্পনা করবে। একাউন্ট এ বরাদ্ধ দেওয়া হবে যা কমিটি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন খাতে উত্তোলন ও ব্যয় করবে;
- ৫টি রক্ষিত এলাকায় কমিউনিটি ম্যানেজম্যান্ট কমিটি গঠন করা হবে, এবং তাদের বিকল্প জীবিকায়ন সহায়তা প্রদান করা হবে;
- ১০,৮০০ জন কোলাবরেটিভ বন ব্যবস্থাপনা সদস্যকে ’কমিউনিটি অপারেশন ম্যানুয়াল’ এর উপর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- সুফল প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্থাৎ সুফল প্রকল্পের সৃজিত এবং প্রতিষ্ঠিত বনায়নের ফলে ৩৩.০ মিলিয়ন টন কার্বন গ্রহনের ক্ষমতা সৃষ্টি হবে যা বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি মাইল ফলক হবে।
- টিস্যু কালচার চারা উৎপাদনের জন্য ৩টি SFNTC (চট্টগ্রাম, গাজিপুর এবং যশোর) এ গ্রীন হাউজ স্থাপন;
- ৩,৪৬০ কিঃমি স্ট্রিপ বাগান সৃজন;
- পরিবেশগত এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক দিকগুলির কার্যক্রম সকল বনাঞ্চলেই গ্রহন করা হবে (পাহাড়ী, সমতল এবং উপকূলীয়);

কম্পোনেন্ট-৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরীবিক্ষণ এবং রিপোর্টিং

- স্যাটেলাইট-ভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে বনায়ন পরিবীক্ষণ করা;
- কম্পিউটার-ভিত্তিক হিসাব-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরী করা;
- ৪০,০০০ সিএফএম সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ করা;
- বন অধিদপ্তরের রিপোর্টিং সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- প্রকল্পের ফলাফলসমূহকে তৃতীয়-পক্ষের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ।

৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR:

১. প্রকল্প এলাকা যেহেতু ৮বিভাগে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই প্রত্যেক বিভাগ কে প্রকল্প এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

২. প্রকল্পের পটভূমি, অনুমোদন, উদ্দেশ্য ও সংশোধনের অবস্থা, অনুমোদন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ

সারণি এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;

৫. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত /সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত /সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিক বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১২. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;

১৩. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণর আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত , অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৫. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের(দিন ১২০) মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চুড়ান্ত করবে;

১৬. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি (সময়ভিত্তিক) কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে।

১৭. ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী এবং জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে;

১৮. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে;

১৯. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে ৪০কপি বাংলা এবং ২০ কপি ইংরেজি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা

ক্রমিক	**পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক**	**শিক্ষাগত যোগ্যতা**	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(এক) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
২.	**(ক)টীম লিডার:** **বনায়ন** বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বন/উদ্ভিদ/সমধর্মী বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন , ভূমি ক্ষয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও কমপক্ষে ১০(দশ) বছরের মনিটরিং বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; • টীম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।
	(খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি/কৃষিঅর্থনীতি/অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• আর্থ-সামাজিক বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
	(গ) Wild life বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে Wild life বা প্রাণি বিদ্যা বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের আবাসস্থল এবং প্রজনন সুবিধার উন্নয়নের বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
	(ঘ)অবকাঠামো বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইন্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী	• অবকাঠামো বিষয়ে গবেষণা, কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও পরামর্শগত সহায়তা বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

১১. **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (২০+২০)=৪০টি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২০ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (২০+২০)=৪০টি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন(বাংলায় ও ইংরেজীতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি

১২. **ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।